খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান সংবাদ প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 43 ❑ 08 Jan., 2026 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

‘সার’ শুনানিতে শঙ্কায় ১ লক্ষ ২০ হাজার মতুয়া

সংবাদদাতা ঃ সার শুনানি পর্বে মতুয়া গড় থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার মতুয়া শুনানির নোটিশ পেয়েছেন। দীর্ঘ বছর এদেশে থাকার পরেও নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে শুনানির লাইনে দাঁড়ালেও কমিশনের নির্ধারিত নথি না থাকায় বেনাগরিক হওয়ার ভয় চেপে বসেছে মতুয়াদের মনে। সার ইস্যুতে মতুয়াদের বড় অংশের মানুষ বিজেপির থেকে মুখ ফিরিয়েছেন। মতুয়াদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে একমাস আগেই বনগাঁ ও চাঁদপাড়ায় পদযাত্রা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুনানি পর্বে এবার ঠাকুর বাড়িতে আসছেন দলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি আন্দাজ করে আসরে নেমে পড়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার মতুয়া গড় বনগাঁর রেল ময়দানে মতুয়াদের ধর্ম সম্মেলনে যোগ দিয়ে মতুয়াদের মন জয়ের চেষ্টা করেছেন তিনি। ঠাকুর বাড়ির ক্যাম্প থেকে আবেদন করেও সার্টিফিকেট না পাওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে মতুয়াদের মধ্যে। মতুয়া ক্ষোভ জেনেই ঠাকুর বাড়ির ক্যাম্প থেকে, মতুয়া মন্দির থেকে নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট ভারত সরকার গ্রহণ করছে,করবে বলেই সওয়াল করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর এই বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সংসদ মমতাবালা ঠাকুর। তাঁর স্পষ্ট কথা, শান্তনু ঠাকুরের দেওয়া সিএ এর সার্টিফিকেট নাগরিকত্বের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে,সেটা কি লোকসভা এবং রাজ্যসভায় আইন পাস হয়েছে? শুধু মুখে বললেই তো মতুয়ারা বিশ্বাস করবে না।

বুধবার বনগাঁর উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়ার ডাকে বনগাঁর রেল ময়দানে আয়োজিত হয় মতুয়া ধর্ম সম্মেলনের। এদিনের সম্মেলনে অশোক কীর্তনিয়া, হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম সরকার থাকলেও দেখা যায় নি গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর এবং বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদারকে। ডঙ্কা, কাশি নিয়ে অবশ্য মতুয়ারা হাজির থেকেছেন সম্মেলনে। ঠাকুর বাড়িতে দুই ভাইয়ের ক্যাম্পে আবেদন করেও কতজন মতুয়া এখনও পর্যন্ত সার্টিফিকেট পেয়েছেন, তার সঠিক তথ্য দিতে পারেন নি বিজেপি প্রভাবিত অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ। ফলে এই নিয়ে মতুয়া ক্ষোভের দিকে তাকিয়ে এদিন বনগাঁর সম্মেলন মঞ্চ থেকেই শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, মতুয়া মন্দির এবং ঠাকুর বাড়ির ক্যাম্প থেকে দেওয়া সার্টিফিকেট ভারত সরকার গ্রহণ করছে এবং করবে। তিনি বলেন,৬০ হাজার মতুয়া সি এ এতে আবেদন করেছেন। হাজারের বেশি সার্টিফিকেট পেয়েছেন। বাকিরাও দ্রুত পাবেন। আগে ভারত সরকার ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যেসব শরণার্থী এদেশে এসেছেন, তাদের নাগরিকত্ব দেবে সরকার। এদিন মঞ্চ থেকে একটি কাগজ দেখিয়ে তিনি বলেন, সম্প্রতি নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করে ভারত সরকার জানিয়ে দিয়েছে, ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আসা সকলকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। কোন মতুয়া ও হিন্দু শরণার্থীর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে দেব না। পাশাপাশি একজন বাংলাদেশী মুসলমান, একজন

তৃতীয় পাতায়...

অভিষেককে বাধা দিলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার হুমকি

সরে এসে ক্ষমা চাইলেন মতুয়া সংঘের সাধারণ সম্পাদক

সংবাদদাতা ঃ ৯ জানুয়ারি তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে আসছেন। তিনি হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের মন্দিরে পুজো দেবেন। এই ঘোষণার পর কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর হুশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, অভিষেক যদি গায়ের জোরে অনেক ফোর্স নিয়ে জোরপূর্বক এখানে আসেন তাহলে তাকে পুজো দিতে দেওয়া হবে না। মতুয়ারা মিছিল করে তাকে ধিক্কার জানাবেন। আগে তার পিসি হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর- কে নিয়ে যে বিকৃত মন্তব্য করেছিলেন তার জন্য ক্ষমা চাক, তারপর উনি পুজো দিতে আসুক। তারই পাল্টা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন মতুয়া মহা সংঘের সাধারণ সম্পাদক সুকেশ গাইন পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, শান্তনু ঠাকুর নিজের ব্যক্তিগত বাড়ি মনে করছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর এখানে আসা ও পুজো দেওয়া কেউ আটকালে রক্তের গঙ্গা বইবে। প্রয়োজনে রক্ত দিতেও প্রস্তুত, প্রয়োজনে রক্ত নিতেও প্রস্তুত। যে বক্তব্যের পর ঠাকুর বাড়ি সহ সমগ্র ঠাকুরনগর জুড়ে মতুয়াদের মধ্যে উত্তাপ বাড়তে থাকে। এবার সুকেশ বাবু সেই মন্তব্য থেকে সরে এলেন; দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি বলেন, শান্তনু ঠাকুরের বক্তব্য নিয়ে বলতে গিয়ে আমি আমার যে বক্তব্য রেখেছি, তার জন্য অনুতপ্ত। এই বক্তব্যের জন্য যদি কোন গোঁসাই পাগল মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ দুঃখ পেয়ে থাকেন, তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। কারণ মতুয়া ধর্ম শান্তির কথা বলে। সান্ত্বনা দিয়ে এবং তাদের লোকজন যেভাবে এসআইআর নিয়ে মিথ্যাচার করছে, মতুয়াদের উপর অত্যাচার করছে, তারই প্রতিবাদ আমরা চালিয়ে যাব।

তৃণমূলকর্মীদের এনকাউন্টারের হুমকি বিজেপি বিধায়কের

সংবাদদাতা ঃ পুলিশ, প্রশাসনের কর্তা থেকে শাসক দলের নেতা, কর্মীদের টার্গেট করে এর আগেও কু- কথার ফুলঝুরি ছুটিয়েছেন বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক। এবার তৃণমূল আশ্রিত হার্মাদদের এনকাউন্টার করার পাশাপাশি পুলিশের উর্দি খুলে নেওয়ার হুশিয়ারি দিলেন বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। শুক্রবার রাতে বনগাঁর গোপালনগরের একটি পথসভা থেকে এমনটাই বলেছেন তিনি। সামনে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি বিধায়কের এই হুশিয়ারিতে রাজনৈতিক শোরগোল পড়েছে গোপালনগরে। প্রকাশ্যে পুলিশকে লক্ষ্য করে এমন মন্তব্য করায় বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে পুলিশকে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

শুক্রবার রাতে বনগাঁ দক্ষিণ ১ নম্বর মন্ডল আয়োজিত পরিবর্তন সভা চলছিল গোপালনগর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। সেই সভায় হাজির হন বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। গোপালনগরের এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে গিয়ে শাসানোর অভিযোগ উঠেছিল এলাকারই এক তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। বিষয়টি জানতে পারেন বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। এরপরেই শুক্রবারের পথসভা থেকে একযোগে শাসক দল তৃণমূল এবং পুলিশকে নিশানা করেন স্বপন। মঞ্চ থেকেই তিনি বলেন, আমাদের এক কার্যকর্তার বাড়িতে গিয়ে তাঁর মা'কে হুশিয়ারি দিয়ে তৃণমূলের কয়েকজন বলেছে, 'তোমার ছেলে বিজেপি করছে। রাস্তাঘাটে, রেল লাইনের ধারে পড়ে থাকলে দোষ দেবে না। তাই বলছি, ২০২৬ এর নির্বাচনে বাংলার মসনদে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতেই হবে। বিজেপি এ রাজ্যে ক্ষমতায় এলে,

তৃতীয় পাতায়...

শীঘ্রই সকলেই নাগরিকত্ব পাবেন ঃ শুভেন্দু

সংবাদদাতা ঃ ৬০ হাজার মতুয়া উদ্বাস্তু মানুষ সিএএতে আবেদন করেছেন। ইতিমধ্যেই ১ হাজারের বেশি শংসাপত্র পেয়ে গিয়েছেন। বাকিরা দ্রুত শংসাপত্র পেয়ে যাবেন বলে দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার বনগাঁ আর এস মাঠে মতুয়া মহাধর্ম সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া। সেখানেই শুভেন্দু বাবু বলেন, মতুয়া উদ্বাস্তু মানুষ সকলের সুরক্ষিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রীত্বে। তিনি ভারত সরকারের একটি গেজেট দেখিয়ে দাবী করেন। ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে যে সমস্ত হিন্দু উদ্বাস্তুরা এদেশে এসেছে তাদের পুলিশ হেনস্থা করতে পারবে না। কিন্তু এ রাজ্যের জামাত সরকার হিন্দুদের ধরে জেলে ঢুকাচ্ছে। এরা রোহিঙ্গা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে পায় না।

আগামী ৯ জানুয়ারি ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিতে আসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারন সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পুজো দেওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সে বিষয়ে শুভেন্দু এদিন বলেন, ঠাকুরবাড়ির রীতিনীতি মেনে পুজো দিতে আসলে আপত্তি নেই। কিন্তু পুলিশ জুতো পরে মন্দিরে উঠবে! কুকুর দিয়ে মন্দির শোকাবে, তা মতুয়ারা মেনে নেবেন না। তিনি আরো জানান, একজন মতুয়া উদ্বাস্তুর নাম তিনি কাটতে দেবেন না। আবার

চতুর্থ পাতায়...

Behag Overseas

Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ৪৩ ❐ ০৮ জানুয়ারী, ২০২৬ ❐ বৃহস্পতিবার

বিড়ম্বনা নয়, SIR হোক সঠিক স্বাভাবিক নিয়মেই

আত্মহত্যা বা আতঙ্কে মৃত্যুর ঘটনা আবহমানকালের। পুলিশের খাতায় একটা ডায়েরি লিপিবদ্ধ হয়। মৃত ব্যক্তির পক্ষের লোকজন প্রভাবশালী হলে বা বধূ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটলে পুলিশ প্রশাসন একটু নড়ে চড়ে বসে। অন্যথায় ডায়েরি শুধুই ডায়েরি হয়েই রয়ে যায়। বর্তমান সময়ে আত্মহত্যা বা আতঙ্কে মৃত্যুর ঘটনা অন্যমাত্রা পেয়েছে। রঙ্ মিশেছে রাজনৈতিক। আবহ SIR, তাই আত্মহত্যা বা আতঙ্কে মৃত্যু বা হার্ট- অ্যাটাক বা স্ট্রোকের মত মৃত্যু গুলো SIR এর কারণে হচ্ছে বলেই ঘোষিত হচ্ছে। SIR এর Full Form হল Special Intensive Revision বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া। এটা মাঝে মধ্যেই হয়ে থাকে এবং দেশজুড়ে একসাথে হতে পারে বা আলাদা আলাদা ভাবেও হতে পারে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারে বিজেপি ক্ষমতাসীন। তাদেরই ঈশারায় নির্বাচন কমিশন কাজ করছে— এমনই অভিযোগ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের। এর পূর্বে ২০০২ সালে বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছিল। তখন জনমানসে এমন চাপ পড়েনি বা ঘটেনি এমন মৃত্যুর ঘটনা। এবার যেন একটু অন্যরকম! যেন চাপ একটু বেশি! হয়রানির শিকার হচ্ছেন বহু প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গও। যেমন ধরা যাক, বিশ্ববরেণ্য অর্থনীতিবিদ নোবেল প্রাপক অমর্ত্য সেন। কারণ, মায়ের সাথে তাঁর বয়সের পার্থক্য পনের বছর। ৯২ বছর বয়সের অমর্ত্যবাবুর মায়ের সাথে যদি তাঁর বয়সের পার্থক্য ১৫ বছর হয়, তাহলে সেটা কী অস্বাভাবিক! কোন সমাজ সচেতন ব্যক্তি এই নোটিশ পাঠিয়েছেন, তা বোধগম্য হওয়া সত্যিই দুঃসাধ্য! এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাদের বৃথা হয়রানি করা হচ্ছে। তালিকায় আছেন বনগাঁ কোর্টের প্রথিতযশা এক পিপি। অভিনেতা থেকে শুরু করে সাংসদ-বিডিও কে নেই এই তালিকায়! নিবিড় সংশোধনের নামে আমজনতাকে কেন এই হয়রানি? নাকি এর পিছনে আছে কোন বড় রাজনৈতিক চক্রান্ত। সবই জানে ভবিতব্য! তবে SIR এর চক্রান্তে পড়ে সাধারণ ভদ্র নাগরিকবৃন্দ যে মোটেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না এবং তারা যে বিড়ম্বনার শিকার- একথা অনস্বীকার্য। সকলেই চায় সঠিক স্বাভাবিক হোক এই প্রক্রিয়া এবং তা যেন আর কারোর প্রাণহানীর কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

ভ্রমণ

সৈকত ও সবুজে ঘেরা গোয়া

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

৮) গোয়াতে প্রায় ৪৫০ প্রজাতির পাখির আবাসস্থল । যারা বন্যপ্রাণী উপভোগ করতে ভালোবাসেন, তারা অবশ্যই গোয়াতে যাবেন। চোরাও-তে একটি অভয়ারণ্য রয়েছে। এখানে প্যাঙ্গোলিন, চিতল-এর মত বিরল প্রজাতির প্রাণী দেখতে পাবেন। সবচেয়ে বিখ্যাত বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হলো মোলেম জাতীয় উদ্যান। এটি পানাজির কাছেই অবস্থিত।

৯) দুধ সাগর জলপ্রপাত— দেশের সবচেয়ে উঁচু জলপ্রপাত গুলির মধ্যে একটি, যা ৩১০ থেকে ৩২০ মিটার লম্বা। এই জলপ্রপাতটি পানাজি থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দুধ সাগরের দৃশ্য অসাধারণ। দুধ সাগর জলপ্রপাতের জন্য একটি ক্যাপ বুক করতে হবে।

১০) গোয়ায় অসংখ্য বৈচিত্র্য সব খাবার পাওয়া যায়। যার মধ্যে রয়েছে দেশ-বিদেশের খাবার। যেমন— গলদা চিংড়ি, মাছ এবং অন্যান্য মসলাদার খাবার। কিছু খাবারের মধ্যে রয়েছে ভাজা নারকেল। শুয়োরের মাংস, মাছ, এবং মশলা, যেমন— কোকুন, কিছু হোটেল চিত্তাকর্ষক সমুদ্রের মাছ সরবরাহ করে। এখানে স্থানীয়ভাবে উপভোগ করা যায় ফেনী, পোর্ট ওয়াইন, সুলা ওয়াইন, যা অমৃতের মত পানীয়।

১১) স্কুবা ডাইভিং— সমুদ্রের নিচেয় পর্যটকদের সবচেয়ে প্রেমময় ও আকর্ষণীয় রাইডিং, যেটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা দেয়। বিভিন্ন ধরনের প্রবাল, মাছ এবং ডলফিন দেখতে পাওয়া যাবে।

১২) ক্রুজ জাহাজ ভ্রমণ— বিভিন্ন ধরনের উপকূলীয় রেখা দেখতে পাবেন যা পর্যটকদের মনকে পুরোপুরি মুগ্ধ করে। গোয়া সমুদ্রের অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্য দেখার জন্য ক্রুজে আশ্চর্যজনক পার্টি এবং শো অনুষ্ঠিত হয়। যা ভ্রমণকে মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে।

গোয়ার রাজধানীর নাম পানাজি। ভাস্কো-দা-গামা- এর বৃহত্তম শহর। ঐতিহাসিক মারগাও শহরে পর্তুগিজ নাবিকেরা প্রথমে গোয়াতে অবতরণ করে এবং দ্রুত এলাকাটি নিয়ন্ত্রণ নেয়। পর্তুগিজদের এই বহি: সামুদ্রিক অঞ্চলটি প্রায় ৪৫০ বছর টিকে ছিল। ১৯৬১ সালে ভারত সরকার এটিকে ভারতের অংশ করে নেয়। তৎকালীন পর্তুগিজ ভারতীয় অঞ্চল গোয়া, দমন এবং দিউ-কে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক ভারত প্রজাতন্ত্রে সংযুক্ত করানোকে বোঝানো হয়। ১৯৬১ সালে ডিসেম্বর ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী একটি সশস্ত্র অভিযানের মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলগুলি দখল করে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করে।

আমরা ছিলাম মিরামার সী বিচ-এ। ওখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে গোয়া ভ্রমণ করেছিলাম। গোয়ার বিখ্যাত সমুদ্র বিচ গুলি হল— কালাঙ্গুট বিচ, বাগা বিচ, ক্যান্ডোলিম বিচ, চাপোরা ফোর্ট, টিটোস, মাম্বোস,

চলবে...

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

বনচাঁড়ালের ডায়েরি পর্ব : ৪ ● দারিঘাটা ব্রিজ

বনগাঁ-চাকদা (চাকদহ বা চক্রদহ) সড়কে বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কের রবীন্দ্রমূর্তি হতে ঠিক ৬.৫ কিমি পশ্চিমে গেলে কুড়ি-বাইশ মিটার লম্বা একটি কংক্রিটের সাধারণ ব্রিজ দেখতে পাওয়া যায়। এটি 'দারিঘাটা ব্রিজ' নামেই পরিচিত।

১৮ জানুয়ারি ১৯৩৪-এ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, 'দারিঘাটার কাছ থেকেই আমি হাঁ করে চেয়ে থাকি গ্রামের দিকে।' (অপ্রকাশিত দিনলিপি) হ্যাঁ, 'দাড়িঘাটা' বা 'দাঁড়িঘাটা' নয়, কথাটি 'দারিঘাটা'। 'দারিঘাটা ব্রিজ' প্রসঙ্গেই বলছি। বিভূতিভূষণের বানানটি একটু খেয়াল করুন।

'দাঁড়ি' একটি বিরামচিহ্ন, যা পূর্ণচ্ছেদ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এর আর-একটি অর্থ 'তুলাদণ্ড' (দাঁড়িপাল্লা)। আর 'দাড়ি'-এর অর্থ **শ্মশ্রু বা গাল ও চিবুকের লোম। তাহলে এই 'দারি' কোথায় পেলেন বিভূতিভূষণ? কথাটি আসলে 'দরিয়া' থেকে এসেছে। 'দরিয়া' একটি ফার্সি শব্দ যার অর্থ সমুদ্র বা বড় নদী। আর 'ঘাটা' বলতে 'ঘাট'-কে বোঝানো হয়েছে।**

কোনও এককালে এখানে বেশ জনপ্রিয় ঘাট ছিল, যেখানে বড় বড় নৌকো এসে ভিড়ত। তখন জলপথই ছিল আজকের দিনের হাইওয়ে বা বাইপাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ পথ। জলপথই তখন যোগাযোগের মূল মাধ্যম। ট্রেন ও মোটরগাড়ির আগমনে ধীরে ধীরে গুরুত্ব হারায় জলপথ।

বনগাঁ-চাকদা সড়ক এককালে 'কালী পোদ্দার সড়ক' নামে সুপরিচিত ছিল। এর সরকারি নাম 'বিবি ব্যানার্জি রোড'। 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রোড' কি? হতে পারে। আবার রাজ্য সড়কের সূচকবিন্যাসে এর নাম 'এক নং রাজ্যসড়ক'। রাস্তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই দরিয়াঘাটায় মানুষের পারাপারের জন্য তৈরি হল বাঁশের সাঁকো। আর মোটরগাড়ির যুগে কাঠের সাঁকো হয়ে তৈরি হল বর্তমানের কংক্রিটসেতু।

আচ্ছা, ঘাট যখন, তখন নদীও ছিল নিশ্চয়ই?

ছিল তো বটেই। নদীর নাম ছিল ট্যাংরা। আজ নদী নেই, দারিঘাটা ব্রিজের নীচে নালা আছে। জল তার কালো। যদি ব্রিজ থেকে ঠিক এককিমি দক্ষিণে এই নালা বরাবর হেঁটে যান, তাহলে মুন্ডাপাড়ার নিকট গোপালনগর ও সাতবেড়িয়ার মাঝে একটি রেলব্রিজ দেখতে পাবেন। ব্রিজের পাশে রেলবোর্ডে 'River Tangra' লেখা। বেশ চওড়া ব্রিজ। ব্রিজের এককোণে নদী মরে রাস্তা। রাস্তার পাশে নালা। ব্রিজের নীচে নদীর বাকি অংশের সবটাই চাষের মাঠ।

আবার দারিঘাটা ব্রিজ হতে ওই নালা ধরে মাত্র ১৫৫ মিটার উত্তর-পশ্চিমে গেলেই মিলবে নতিডাঙার বাঁওড় বা গোপালনগরের বাঁওড়। ওই স্থানটি ছিল সেকালে ট্যাংরার সঙ্গে ইছামতীর মিলনক্ষেত্র। নতিডাঙার বাঁওড় একদা ছিল ইছামতী। বর্তমানে নতিডাঙার বাঁওড় ট্যাংরার সঙ্গে মিলিত হবার পর সোজা উত্তরে শ্রীপল্লি বাজারে চলে যায়। সেখানে টালিখোলা-বাজিতপুর সড়কে রয়েছে শ্রীপল্লি ব্রিজ। ব্রিজের নীচে দিয়ে নতিডাঙার বাঁওড় মিশেছে মরাগাঙের সঙ্গে। এটিও একটি বাঁওড়, একদা যা ছিল ইছামতীর পুরোনো খাত। অবশেষে ট্যাংরা নদী নতিডাঙার বাঁওড়ের সঙ্গে মিশে, নতিডাঙার বাঁওড় মরাগাঙের সঙ্গে মিশে— সামনেই আরামডাঙা ও মাধবপুরের মাঝে বর্তমান ইছামতীতে জুড়ে যায়। ঠিক ইছামতী-মরাগাঙের মিলনস্থানে এই বাঁওড়ের স্থানীয় নাম 'কাঁচিকাটার খাল'। আর-একটি মজার ব্যাপার, গোপালনগর হাটের পেছনে এই নতিডাঙার বাঁওড়ে এসে মিশেছিল গরালী নদী (গোরা খাল)। অর্থাৎ এইটুকু অঞ্চলের মধ্যে আজও রয়েছে জলপথের গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিচিহ্ন। কেবল কল্পনা করুন, বড় বড় যাত্রী কিংবা মালবোঝাই নৌকো যাচ্ছে, আসছে। এসে ভিড়ছে সেকালের দারিঘাটায়!

(চলবে...)

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পব...

তাতে কী শিক্ষকদের গরিমা কমে! এইসব আলো করে রাখা ছেলে গুলোই আমাদের মতো সাধারণ শিক্ষকদের কাছে গর্ব।

একদিন মাছ কিনতে গিয়েছি। অরূপ বলেছিল, শনিবার কাচা ইলিশ পাবেন। ফ্রজেন ইলিশ এখানে নিয়মিত পাওয়া যায়। আমি অরূপের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, ট্রাক সুট পরা একটা লোককে দেখে খুব চেনা চেনা মনে হল। উনিও আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমার ভাগ্নি জামাই বনির মামা। ভাগ্নির বিয়ে আমাদের বাড়ি থেকেই দিয়েছিলাম। বিয়ের পরদিন বনির বাবার সাথে ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সরাসরি বললাম, "আপনাকে চেনা লাগছে। আপনি কি বনির কিছু হন?" এই কথা শুনে উনিও আমাকে চিনতে পেরেছেন। "আরে আপনি সৌমির মামা না!" -- "হ্যাঁ" বলতেই একেবারে জড়িয়ে ধরেন প্রায়। ঠিকানা বলল, আমাদের ব্লকে, ৪০৮ নং ফ্লাট । তারপর থেকে দুই পরিবারের জড়াজড়ি করে থাকা। নিরুপমাও খানিকটা সময় কাটাবার জায়গা পেল। বাড়ি থেকে প্রায় ২০০০ কি. মি. দূরে এটা বড়ো পাওনা।

একুশ

বসে আছি ব্যালকনিতে। সামনে কৃষ্ণ একাদশীর উন্মুক্ত আকাশ। শেষ রাতের দিকে এক ফালি চাঁদ আকাশে দেখা যাবে। শহরটা বেঙ্গালুর হলেও প্রায় এক আধ কিলোমিটার বৈদ্যুতিক আলোর দেখা নেই। দূরে এস এন এন নামের আবাসের বাড়িগুলোর আলোর রেখাও তারাদের মতো মিটমিট করছে। উন্মুক্ত আকাশটায় সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছ। বাকি অংশে তারাই ভরে আছে। ভ্যানগগের আঁকা 'স্টোরি নাইট' ছবিটার কথা মনে পড়ছে। শিল্পীর চেতনায় প্রতিটা তারাই লাল, নীল, হলুদ, সবুজ , রামধনুর সপ্তরঙে বিচিত্র আকাশ। শিল্পীর মনের রঙের ছবি। মনের রঙের ছবি আমি দেখতে পাই না বা আঁকতে পারি না। আকাশের তারাগুলো তাই আমার কাছে হীরক ঝলমলে দ্যুতির মতো দেখায়।

পৃথিবীতে রঙ ছাড়া সবকিছুই ম্যাড়মেড়ে। থর মরুভূমির ধূসর রঙের মধ্যে থেকে কাটানো জীবনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে সেখানকার মানুষ ছুটে বেড়ায় এ রাজ্যে, সে রাজ্যে, এদেশে, সে দেশে। দুই মেরু প্রদেশের মানুষের কাছে রংয়ের কোনও বাহার নেই। আছে শুধু ফ্যাকাসে সাদা রঙের প্রলেপ। আবার অন্ধ মানুষের কাছে বা কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পের জমাটবাঁধা অন্ধকারে থাকা মানুষের কাছে সবকিছুই কালো।

ব্যাঙ্গালোর গার্ডেন সিটি অফ ইন্ডিয়া। মহীশূর রাজ্য ২৪ তম রাজা মহারাজা কৃষ্ণ ওয়াদেয়ার ব্যাঙ্গালোর শহরকে উদ্যান আর হ্রদ দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই ব্যাঙ্গালোর শহর ও শহরতলীর এই সবুজ রূপ। যতদূর চোখ যায় সবুজ উদ্ভিদের মধ্যে রামধনুর সবকটা রঙে মিশে থাকে। বোগেনভেলিয়া, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া আর রুদ্র পলাশ কেবল নয়, আরও কত নাম না জানা ফুল ফুটে থাকে রাস্তার পাশের সৃজিত গাছের সারিতে। আর পার্ক গুলোতে রঙের ঢেউ।

তাই আমরা বাংলায় ফুল গাছ কিনতে গেলে ব্যাঙ্গালোর ভ্যারাইটি

চলবে...

MOBILE KING 8944800404
যে কোন প্রকার মোবাইল বিক্রয়, মেরামত ও মোবাইলের জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয়।

বিদ্যালয়ে একই দিনে সকল পড়ুয়াদের জন্মদিন পালন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটা পূর্বচক্রের মধুসূদনকাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ৩১ ডিসেম্বর শিক্ষা বর্ষের শেষ দিনে উপস্থিত

সকল শিক্ষার্থীগনের জন্মদিন পালন করা হয়। শিক্ষিকা কল্পনা পালের উদ্যোগে ও বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাগনের ব্যবস্থাপনায় মহা সাড়ম্বরে জন্মদিনের উৎসব উদযাপিত হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগন সকাল থেকেই স্কুলগৃহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং সেই সঙ্গে রঙ-বেরঙের বেলুন ও ফিতেয় বিদ্যালয় অঙ্গন সজ্জিত করেন। বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, অবসরপ্রপ্ত শিক্ষক ও সমাজসেবি বর্ষিয়ান কালিপদ সরকার, বিদ্যালয়ের জমিদাতা পরিবারের সদস্য স্বপন ঘোষ, শিক্ষানুরাগী ডাঃ নারায়ন চন্দ্র বৈদ্য, সাংবাদিক তপন মণ্ডল প্রমুখ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিশীথ ঘোষ সকলকে স্বাগত জানান। সকলের উপস্থিতিতে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন ও কেক কাটা হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন কল্পনাদেবী। সকল পড়ুয়াদের হাতে জন্মদিন উপলক্ষ্যে পেন ও লজেন্স তুলে দেওয়া হয়। কল্পনাদেবী জানান, বিগত চার বছর যাবৎ বছরের শেষ দিনে সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্মদিন এক সাথে পালন করা হচ্ছে।

সার্থক চাঁদপাড়ার কলরব উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২ জানুয়ারি সকালে চাঁদপাড়া মিলন সংঘ ময়দানে পতাকা উত্তোলন, প্রদীপ প্রোজ্জ্বলন ও উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় চাঁদপাড়ার ঐতিহ্যবাহী কলরব উৎসব। সংস্থার সুসজ্জিত অঙ্গনে ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে মহা সমারোহে শুরু হয় ৩২ তম বর্ষের কলরব উৎসব-২০২৬। তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবে উল্লেখযোগ্য অন্যান্য অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা গুলির মধ্যে ছিল ছোটদের ছড়ার গান, রবীন্দ্র সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান শেষে মঞ্চস্থ হয় নৃত্যনাট্য ক্ষীরের পুতুল ও কলরব প্রযোজিত নাটক দেনা পাওনা।

দ্বিতীয় দিন সকলের জন্য নজরুলগীতি প্রতিযোগিতা ও সারা বাংলা ‘কলরব’ সারেগামা সংগীত প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন জেলার বহু প্রতিযোগীর সমাগম ঘটে। উৎসবের শেষ দিনে তবলার লহড়া এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদান শেষে চাঁদপাড়ার ঐতিহ্যবাহী পূরবী মেঘ ড্যান্স স্কুল প্রয়োজিত এবং বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী মৃন্ময় অরূপ নির্দেশিত নৃত্যনাট্য নৃসিংহ সমবেত দর্শক সাধারনের প্রশংসা লাভ

করে। পরিশেষে কলবর আয়োজিত আমন্ত্রন মূলক সংগীতানুষ্ঠানে জি বাংলার সারেগামাপা চ্যাম্পিয়ন অতনু মিশ্র ও দুর্নিবার সাহার গাওয়া গানগুলি উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। এদিনের প্রচন্ড ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেও সংগীতপ্রেমী বহু মানুষ অতনু ও দুর্নিবারের কণ্ঠের গানগুলি বেশ উপভোগ করেন।

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ফুড প্রসেসিং প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা

সংবাদদাতা ঃ গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর করতে উত্তর ২৪ পরগনার চাঁদপাড়ায় শুরু হলো ছয় সপ্তাহের ফুড প্রসেসিং প্রশিক্ষণ শিবির (ESDP)। কলকাতার MSME-DFO-র ব্যবস্থাপনায়, অল ইন্ডিয়া এনজিও ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন-এর সহযোগিতায় এবং সি.এস.সি.টি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে MSME-DFO-র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর সুদীপ পাল কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও ব্যবসায়িক ঋণ সহায়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী এবং অল ইন্ডিয়া এনজিও ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি ডঃ তাপস কুমার দে প্রশিক্ষণার্থীদের সফল উদ্যোক্তা হওয়ার পরামর্শ দিয়ে উপস্থিত সকলকে উৎসাহিত করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী নারায়ণ চন্দ্র মন্ডল এবং সংস্থার এক্সিকিউটিভ সদস্য উত্তম বাছাড়। প্রশিক্ষক দীপিকা ঘোষ ও কৌশিক পাল খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতি হাতেকলমে শেখাচ্ছেন। প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যাপক উৎসাহ দেখে উদ্যোক্তারা আশাবাদী যে, এই উদ্যোগ এলাকার অর্থনীতিতে বড় পরিবর্তন আনবে। পরিশেষে সি.এস.সি.টি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কর্ণধার ডাঃ মলয় সানা-র বক্তব্যের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

গোবরডাঙা বই মেলায় কবি সম্মেলন ও গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান

সমর বিশ্বাস ঃ গত ২৪ ডিসেম্বর অপরাহ্নে গোবরডাঙা পৌরসভা ও গোবরডাঙা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সমন্বয় সমিতির সহযোগিতায় আয়োজিত ২৩ তম বর্ষের গোবরডাঙার বই মেলার উদ্বোধন করেন বঙ্কিম ও আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত প্রখ্যাত সাহিত্যিক নলিনী বেরা। মেলার পঞ্চম দিনের মধ্যাহ্নে সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক নীলাদ্রি বিশ্বাস স্মরণে সাহিত্য সংস্কৃতি দিবসে অনুষ্ঠিত কবি সম্মেলনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন বর্ষিয়ান সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, কবি পাঁচুগোপাল হাজরা, বিশিষ্ট লেখক ড. সুনীল কুমার বিশ্বাস, সংস্কৃতিপ্রেমী কালিপদ সরকার, গোবিন্দ লাল মজুমদার, শিক্ষাব্রতী শ্রাবনী বিশ্বাস প্রমুখ। প্রয়াত কবি ও সাহিত্যিক নীলাদ্রি বিশ্বাসের জীবন ও সাহিত্য চর্চার উপর আলোকপাত করে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন বিশিষ্ট কবি ও লেখক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। এদিনের সাহিত্যবাসরে আমেরিকা প্রবাসী বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং কবি ও গীতিকার সন্দীপন বিশ্বাস বিরচিত ‘বৃষ্টি নামে আমার মনে’ শীর্ষক গ্রন্থটির অনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন বর্ষিয়ান কবি ও সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস। এদিনের আয়োজিত স্বরচিত কবিতা পাঠের আসরে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবিগণ কবিতা পাঠ করেন। বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষক স্বপন কুমার বালার সুচারু সঞ্চালনায় এবং কবি নবকুমার বিশ্বাস, ধীরাজ রায়, প্রবীর হালদার ও বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় এদিনের কবি সম্মেলন সার্থকতা লাভ করে।

তৃণমূলকর্মীদের এনকাউন্টারের হুমকি

প্রথমপাতার পর...

তৃণমূলের হার্মাদদের এনকাউন্টার করা হবে।’ পাশাপাশি পথসভা থেকে পুলিশকেও আক্রমণ করেছেন বিজেপি বিধায়ক। তিনি বলেন, শাসক দলের হয়ে কাজ করা পুলিশের উর্দি খুলে নেওয়ার হবে। বিজেপি বিধায়কের এই হুশিয়ারিতে জোর শোরগোল শুরু হয়েছে বনগাঁর রাজনৈতিক মহলে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরেও আগের মন্তব্য থেকে সরে আসেন নি বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। তিনি বলেন, যারা খুনের হুমকি দিচ্ছে, তাদের কী করা উচিৎ? এনকাউন্টার করানো উচিৎ। বিজেপির মিটিং, মিছিলের অনুমতি দেয় না পুলিশ। অথচ শাসক দলের ডেপুটেশনে পুলিশ মোতায়েন থাকে। তৃণমূলের হয়ে কাজ করা পুলিশের উর্দি খুলে নেব বিজেপি ক্ষমতায় এলে।

এই প্রসঙ্গে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সহ সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, স্বপন মজুমদার একজন অসামাজিক। লাইম লাইটে আসতে ভোটের আগে বাজার গরম করতে চাইছে। উনি নিজেই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। পুলিশকে বলব, প্রকাশ্যে এমন মন্তব্য করায় বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

দীঘা শক্তি সংঘের মিলন উৎসবে রক্তদান

সংবাদদাতা ঃ রক্তের কোন বিকল্প নেই, তাই রক্তদান মহৎ দান, রক্তদান জীবন দান, এই আদর্শকে সামনে রেখে চাঁদপাড়ার দীঘা শক্তি সংঘ বিগত বছরগুলির মতো এবারও রক্তদান কর্মসূচীর মধ্য দিয়েই তাঁদের বার্ষিক উৎসবের সূচনা করে।

সংঘের ৩৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবসের মধ্যাহ্নে আয়োজিত উৎসবের উদ্বোধনে পৌরোহিত্য করেন বর্ষিয়ান গ্রামবাসী সন্তোষ কুমার ঘোষ। অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পম্পা সরকার, উপপ্রধান লক্ষ্মী ঘোষ, শিক্ষক ও সমাজকর্মী শ্যামল বিশ্বাস, বিমল চন্দ্র ঘোষ, শিক্ষিকা পম্পা বিশ্বাস, প্রাক্তন সৈনিক তারাপদ সরকার, সংস্কৃতি অনুরাগী অমর মজুমদার, গোবিন্দ কুন্ডু, দিলীপ ঘোষ, নির্মল কুমার ঘোষ প্রমুখ। ক্লাব সভাপতি সুব্রত মণ্ডল ও সম্পাদক কৃষানু ঘোষ সকলকে স্বাগত জানান ক্লাব সদস্যাগণ সকল অতিথিবৃন্দকে বরণ করে নেন। সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে শক্তি সংঘের এই মহতী উদ্যোগকে বিশিষ্টজনেরা সকলে স্বাগত জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনায় সংস্কৃতিপ্রেমী বাপী দাসের মুন্সিয়ানা প্রশংসার দাবি রাখে। স্কুল ছাত্রী মৈত্রীষা ঘোষের গাওয়া উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ৫

দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত উৎসবে ছিল অংকন, নৃত্য, মিউজিকাল চেয়ার ও যেন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা। অন্যতম সদস্য প্রসেনজিৎ রায় জানান, উদ্বোধনী কলকাতার সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কের স্বাস্থ্যকর্মীগণ ৩৩জন স্বেচ্ছা রক্ত দাতার রক্ত সংগ্রহ করেন।

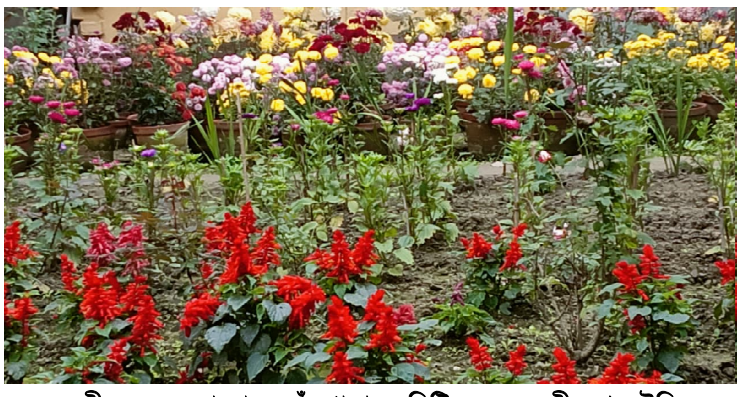

মরসুমী ফুলের সমারোহ। চাঁদপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন নীরেশ ভৌমিক।

শঙ্কায় ১ লক্ষ ২০ হাজার মতুয়া

প্রথমপাতার পর...

রোহিঙ্গার নাম তালিকায় থাকতে দেব না। এখানেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে বিঁধেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সি এ এ আইন লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাস হয়েছে। কিন্তু শান্তনু ঠাকুরের দেওয়া সি এ এ সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য হবে, এটা কি দুই সভায় আইন করিয়ে পাস হয়েছে? এটা আগে বলুক শুভেন্দু অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজ্যে এসে একথাটা তো বলেন নি! তাহলে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর থেকেও শুভেন্দু অধিকারী ক্ষমতাশালী হয়ে গেলেন? মুখে কথা বলা এক আর আইন পাস হওয়াটা ভিন্ন। এটা বিরোধী দলনেতাকে আগে বুঝতে হবে। তিনি বলেন, তাহলে মতুয়া গড় থেকে কিভাবে ১ লক্ষ ২০ হাজার মতুয়াকে শুনানির নোটিশ দেওয়া হল?

এদিন ঠাকুর বাড়িতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচি নিয়ে শুভেন্দু বলেন, মন্দিরে যে কেউ আসতে পারেন, তবে মতুয়ার রীতি-নীতি মেনে তাকে আসতে হবে। আসার আগে কুকুর দিয়ে মন্দির শোকানো চলবে না। পুলিশেকে জুতো পরে মন্দিরে ঢুকতে দেবেন না। এখানে যদি মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো হয়ে ক্ষমতা দেখাতে আসেন, তাহলে মতুয়া সমাজ স্বীকার করবে না।

চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথির বার্ষিক অনুষ্ঠান ও পুণর্মিলন

সংবাদদাতা ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও বাৎসরিক সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী, নবীন বরণ এবং সেই সঙ্গে পুনর্মিলন উৎসবের অয়োজন করে

চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাথীগণ। গত ৮ জানুয়ারী সকালে শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে সমবেত উদ্বোধনী সংগীত, অতিথিবরণ, প্রদীপ প্রোজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে ৩ দিন ব্যাপী আয়োজিত বার্ষিক উৎসবের সূচনা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (অ্যাকাডেমিক) সুকুমার পসারী,জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, কর্মাধ্যক্ষ তাপসী ঘোষ ও মধুসূদন সিংহ, চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস, মণ্ডলপাড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবাশিষ ঘোষ প্রমুখ। বিদ্যালয়ের সভাপতি শান্তিপদ বিশ্বাস ও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক গৌতম সাহা সকলকে স্বাগত জানান। শিক্ষার্থীরা সকলকে পুস্পস্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট জনেরা পড়ুয়াগণ আয়োজিত বিভিন্ন প্রদর্শনী, বিদ্যালয়ের জলপ্রকল্প, প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী স্মারক দ্বার ও তোরণ ঘুরে দেখেন। ছাত্র-ছাত্রী ও বিদ্যালয় আয়োজিত নানা কর্মকাণ্ডের ভূয়ষী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবে নবীনবরণ সহ সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য ছাড়াও পরিবেশিত হবে মজার নাটক 'তে-মাথা'। শেষ দিনে পুনর্মিলন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হবে মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের সংস্কৃতিমনা শিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাসের সুচারু সঞ্চালনায় এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্মে সমৃদ্ধ বেঙ্গল ফাইন আর্টস কলেজের ২২তম বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনী

সংবাদদাতা ঃ শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও শিল্পপ্রতিভা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বেঙ্গল ফাইন আর্টস কলেজ কলকাতার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে আয়োজন করেছিল তাদের ২২তম বার্ষিক শিল্পপ্রদর্শনী। প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয় ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ৭ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিল্প শিক্ষাবিদ ড. সুবিমলেন্দু বিকাশ সিনহা, যিনি ইউজিসি-র এমেরিটাস ফেলো, প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ এবং গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের প্রাক্তন রিডার। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি শিক্ষার্থীদের শিল্পচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং তরুণ শিল্পীদের পরীক্ষানিরীক্ষামূলক কাজ ও সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রদর্শনীতে কলেজের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীদের আঁকা চিত্রকলা, ভাস্কর্য, গ্রাফিক্স ও অন্যান্য শিল্পমাধ্যমে নির্মিত বহু শিল্পকর্ম স্থান পায়। শিক্ষার্থীদের সমসাময়িক ভাবনা, সামাজিক সচেতনতা ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়, যা দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানান, এই বার্ষিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব পরিসরে নিজেদের কাজ প্রদর্শনের সুযোগ পায় এবং শিল্পজগতের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করতে পারে। শিল্পপ্রেমী দর্শক, শিক্ষক ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে প্রদর্শনীটি বিশেষ সাফল্য লাভ করে। সমগ্র আয়োজন শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস ও পেশাগত প্রস্তুতিকে আরও সুদৃঢ় করবে বলে আয়োজকদের বিশ্বাস।

শীঘ্রই সকলেই নাগরিকত্ব পাবেন ঃ শুভেন্দু

প্রথমপাতার পর...

রোহিঙ্গা এবং অনুপ্রবেশকারীদের নামও তিনি রাখতে দেবেন না। এদিন বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া বলেন, যারা মতুয়া উদ্বাস্তু আছেন, তারা সকলেই সিএএতে আবেদন করুন, কারণ আবেদন করলেই তারা নাগরিকত্ব পাবেন। ভোটার তালিকায় নাম উঠবে। অযথা তৃণমূলের চক্রান্তে ভয় পাবেন না। বিধায়ক অসীম সরকার বলেন, সিএ-তে আবেদন করলে সে নাগরিকত্ব পাবেই। যদি সিএএতে আবেদন করা হয়, তার যদি ভোটাধিকার থাকে তাহলে তার ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না, আইনে আছে। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, ওনাকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। উনি মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। এদিনের সম্মেলনে কয়েক হাজার মতুয়া ডঙ্কা কাশি নিশান নিয়ে মাঠে উপস্থিত হন। তাদের মধ্যে প্রায় কুড়ি হাজার কম্বল ও ৬০০ ডঙ্কা বিতরণ করেন বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া।

দীর্ঘ ১৯ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

সেবার সাহিত্য সভায় সংবর্ধিত কবি ধীরাজ রায়

সমর বিশ্বাস ঃ গত ২৩ ডিসেম্বর বর্ষশেষে দিনভর নানা অনুষ্ঠান ও কর্মসূচিতে জমজমাট হয়ে ওঠে গোবরডাঙা সেবা ফার্মাস সমিতির সভাগৃহ। সারদামণির জন্মতিথিতে সারদা স্মরণের মধ্য দিয়ে দিনের সকালে আয়োজিত 'অবলম্বন' শীর্ষক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শুরুতেই এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কচি-কাঁচা পড়ুয়ারা অংকন ও সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নেয়। প্রধান শিক্ষক কমল কৃষ্ণ পাইক এর নির্দেশনায় মেদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ পরিবেশিত স্বাধীনতা আন্দোলনের অমর শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জীবন কাহিনী অবলম্বনে 'খুদে' নাটকটি সমবেত সকলের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। এদিনের অবলম্বন কর্মসূচীতে সেবা সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদারের ব্যবস্থাপনায় এলেকার বেশ কয়েকজন দুঃস্থ-অসহায় মানুষজনের হাতে শীতবস্ত্র ও খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত ৭৩ তম মাসিক সাহিত্য সভায় পৌরোহিত্য করেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক। ছিলেন বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সমাজসেবি কালিপদ সরকার, সঞ্চালক ছিলেন শিক্ষক বাকিবিল্লাহ মণ্ডল, এদিন বিশিষ্ট কবি ও যাত্রাভিনেতা ধীরাজ রায়কে পুষ্প স্তবক, উত্তরীয় মেমেন্টো, মানপত্র সহ নানা উপহারে বিশেষ সংবধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সাথে উপস্থিত ছিলেন ধীরাজ বাবুর সহধর্মিনী অলকা রায় ও নাতনি প্রত্যয়ী বসু, ছোট্ট নাতনি প্রত্যয়ীর বেহালা বাজনা ও কবিতা আবৃত্তি উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে।

এদিনের সাহিত্য সভায় জেলার বিভিন্ন প্রাপ্ত থেকে আগত কবি-সাহিত্যিকগণ স্বরচিত কাব্য ও রচনা পাঠ করে শোনান। চিঠির গান গেয়ে শোনান বিশিষ্ট কবি ও গায়ক প্রবীর হালদার। সারদামনি ও প্রয়াত সাহিত্যিক রাসমোহন দত্তকে স্মরণ করে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন প্রবীণ সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস। কথায় কবিতায়, সংগীতে সেবা সমিতি আয়োজিত দিনের ৭৩ তম সাহিত্য সভা সঞ্চালিক বাকিবিল্লাহ মণ্ডলের পরিলনায় বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

শুভ বিজয়ার আন্তরিক অভিবাদন ও শুভকামনা জানুন
নিউ পি.সি. জুয়েলার্স
মানকঃ পথপ্রদর্শকঃ
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ
হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়।
পুরোনো সোনা ও রুপো খরিদ করা হয়।
সোনা, রুপা, ডায়মন্ড এর গহনা ও গ্রহরত্ন হোলসেল করা হয়।
আমাদের ISI TESTING CARD-এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।
সোনার দাম পেপার দরে
ফরেক্স সুবিধা উপলব্ধ (RBI অনুমোদিত)
আমাদের বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সুবিধা রয়েছে।
আমাদের এখান থেকে ফরেক্স-এর লাইসেন্স করে দেবার সু-ব্যবস্থা আছে।
জ্যোতিষি প্রতিদিন চেম্বারে বসছেন
বিশিষ্ট জ্যোতিষের কাছে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতাতে এবং শনিবার বনগাঁতে।
ফরেক্স-এর কাজ জানা (৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) সেলস্ম্যান ও অফিস স্টাফ চাই
আমাদের এখানে ট্রাভেলার কার্ড ও সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করা হয়। সকল ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলার যারা মুদ্রা বিনিময় করতে চান, নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
সোনা, রুপা, হীরা এবং আসল পাথর কিনলে পাওয়া যাবে ধামাকা ছাড় এবং আকর্ষণীয় উপহার
১০৭, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট ৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১
আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা
শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে বা অটোতে ত্রিপলপট্টি (ব্র্যাবন রোড) নেমে রাস্তা পার করে কাচের বিল্ডিং (পাশে ভিখারাম চাঁদ মল)
ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা Offer
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), দোতলায়
নিউ পি. সি. অপটিক্যাল বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে)
বনগাঁ স্টেশন থেকে টোটোতে বাটার মোড়
80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934
npcjewellers@gmail.com www.npcjewellers.com
কর্মসংস্থানের সুযোগ
আমাদের শোরুমের জন্য গানম্যান প্রয়োজন।
আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। ESI, PF আছে।
অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই।
নিউ পি.সি. জুয়েলার্সে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রূপো ও হিরে ও গ্রহরত্নের সেলসম্যান চাই। ESI, PF আছে।
জুয়েলারী শোরুমের কাজেকর্মে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কম্পিউটার ও বারকোডের কাজ জানা স্টাফ চাই।
CCTV ক্যামেরা, ফেন ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে জানা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান স্টাফ প্রয়োজন।
প্রতি কেনাকাটায় 20% - 30% ছাড়
সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ
নিউ পি.সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
ডাক্তারদের অনুরোধ
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালের নতুন ব্রাঞ্চ-এ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বর করার সুব্যবস্থা রয়েছে। বনগাঁয় একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল হতে চলেছে।
DENTIST বা দাঁতের ডাক্তার প্রয়োজন
আমাদের New PC Optical- এর আধুনিক এবং উন্নতমানের Dental Set up তৈরি হচ্ছে, তাই অভিজ্ঞ BDS /Dental Surgeon প্রয়োজন, যিনি নিয়মিত বা পার্ট টাইম চেম্বার করতে ইচ্ছুক তারাই যোগাযোগ করবেন।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**